পঙ্ক্তিরাজে বসাইল বানরসমাজ
যোড়হাতে কথা কয় অঙ্গদ যুবরাজ।
বালি সুগ্রীব আন দুই সহোদর
কতেক দিন দুই ভাই হইল কোন্দল।
বাপসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন
সঙ্গে গোড়াইল তার সীতা আর লক্ষ্মণ।
সীতা লৈয়া দুই ভাই বেড়ায় বনেবনে
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা হরিল রাবণে।
সীতা চাহি বেড়ান তাঁরা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পথে সুগ্রীবের সনে হৈল দরশন।
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয়।
অগ্নি স্বাক্ষী করি দুই জনে সত্য করি
দোঁহে দোঁহার শত্রু মারি উদ্ধারিব নারী।
দুই জনে সত্যে বন্ধি হইল মিলন।
সীতা চাহি বেড়াই মোরা সব বানরগণ
রাম সত্য পালিল মারিল মোর বাপ
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ।

মোর বাপ মৈল আমি হৈলাম দুঃখী
বনে২ বেড়াই আমি দেখ তার স্বাক্ষী।
সপ্তদ্বীপের বানর আইল সীতার উদ্দেশে
চারি দিগের বানর আইল সুগ্রীব আদেশে।
এক মাসের তরে রাজা করিল নিশ্চয়
মাসেকের বাড়া হৈল বড় বাসি ভয়।
নিজ পরিচয় দিলাম যত বানরগণ
জটায়ু পক্ষির এখন শুন বিবরন।
জটায়ু পক্ষির শুন মরনের কথা
রাবন হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন।
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে
শ্রীরাম লক্ষ্মন বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পক্ষী বলে এই বেটা লঙ্কার রাবন
রামের সীতা চুরি করি শীঘ্র গমন।

অনেক কালের পক্ষিরাজ হইয়াছে জরা
দুই পাখা মিলিয়া পর্ব্বতে পোহায় খরা।
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি
রথে কান্দে সীতা দেবী ত্রাস মনে গনি।
আকাশে ওড়িয়া পক্ষী চারি দিগে চায়
রাবনের কোলে সীতা রথে লৈয়া যায়।
জটায়ু বলে সীতা লৈয়া রাম আসেছেন বনে
সেই সীতা লৈয়া যায় পাপিষ্ঠ রাবনে।
দুই পাখা সারিয়া পক্ষী আগুলিল বাট
রাবনেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট।
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম অনেক দুর
আঁচড় কামড়ে রাবন রাজার রথ কৈল চুর
রাবন মারিল তারে চোখ২ শর
পক্ষির গা বিন্ধিয়া রাবন করিল জর্জ্জর।
রাম আসিবেন বলিয়া পক্ষী যুঝিল বিস্তর
যুদ্ধ করিয়া সীতায় রাখে দুই প্রহর।
ব্রহ্মার বর পাইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবন
তথাপিহ না পাইল রামের দরশন।

বুড়া কালে পক্ষিরাজ টুটিয়াছে বল
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ।
শ্রীরাম আসিয়া তার করিল অগ্নিকার্য
রামদরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ।
জটায়ুর কহিলাম মরনের কাহিনী
তায় তোমায় কেমন সম্বন্ধ কহ দেখি শুনি ।
জটায়ু পক্ষিরাজের পক্ষী শুনিয়া মরন
ভাইভাই বলিয়া পক্ষী করিছে ক্রন্দন ।
আমার ভাই মারিয়া রাবন সুখে রাজ্য ভুঞ্জে
পাখা নাই কেমনে করিব যুদ্ধ তেজে ।
যৌবন কালে আমার যখন ছিল পাখা
তখনকার বানরগন শুন আমার কথা ।
জটায়ু সম্পাতি আমারা দুই সহোদর
বলে মহাবলী মোরা গরুড়কোঙর ।
দুই ভাই পুতিজ্ঞা করিলাম জাতিমাঝে
সুর্য্যেরে ছুইতে পারে সেই পক্ষিরাজে ।
বেহান বেলায় সূর্য্য হৈল অরুন ওদয়
সূর্য্য ধরিতে দুই ভাই চলিলাম নিশ্চয় ।

ভুমি এড়িয়া সুর্য্য উদয় লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন উড়িয়া মোরা করিলাম গমন ॥
লক্ষ যোজন উড়া করি উঠিলাম আকাশ
সুর্য্য ধরিতে গেলাম সুর্য্য দেবের পাশ ।
চৌদিগ চাপিয়া উঠে সুর্য্য মহাশয়
দিগ বিদিগ নাই সকল অগ্নিময় ।
সেহান হৈতে দুই ভাই দুই পুহর উড়ি
সুর্য্যের তেজ সহিতে নারি দুই ভাই পুড়ি ।
সুর্য্যের অগ্নিতে জটাযু ভাই হইল কাতর
পুড়িয়া মরে হেন দেখি ভাই সহোদর ।
আপন পাখা দিয়া রাখি জটাযুর পাখ
সুর্য্যের অগ্নিতে আমার পুড়িল দুই পাখ ।
এই পর্ব্বতে পড়িলাম আমি দৈবের নির্ব্বন্ধ
এইসে কারনে আমি হইয়াছি বন্ধ ।
সাত দিন আমি না খাই আহার পানি
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ এক আইল আপনি ।
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সরোবরের জলে
সিংহ ব্যাঘ্র গাণ্ডার চরে সরোবরের কুলে ।

পর্ব্বতপ্রমাণ দেখি বনজন্তু সকল
ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাই বল।
দুরে গিয়া রহিলাম আমি বটগাছের তলা
সিংহ মহিষ সকল গেল হেন বেলা।
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সরোবরের জলে
আমার সম্মুখে ব্রাহ্মন আইল হেনকালে।
মহাসর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম
পথে লাগি পাইয়া তারে করিলাম প্রণাম।
ব্যথায় কাতর আমি রা নাই মুখে
আমারে কাতর দেখি ব্রাহ্মন ধ্যানে দেখে।
সর্ব্বজ্ঞ বলে পক্ষিরাজ প্রান কর রক্ষা
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পাখা।
দশরথ রাজা করিবে অনেক বৎসর
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈবেন রাম ধনুর্দ্ধর।
বাপের সত্য পালিতে রাম আসিবেন বন
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া লৈবেক রাবন।
বানরকটক করিবেক সীতার উদ্দেশ
তার দরশনে তোমার ঘুচিবেক ক্লেশ।

এই পর্ব্বতে থাকিলে তারে পাইবে দেখা
রাম২ বলিতে তোমার উঠিবে দুই পাখা।
ত্রিংশতির অধিক পঞ্চাশ বৎসর
তবেসে দেখিবে তুমি সকল বানর।
এত কাল রামলাগিয়া রাখিয়াছি জীবন
এত দিনে তোমার সনে হৈল দরশন।
অঙ্গদ বলে পক্ষিরাজ দেখি পাইলাম ভয়
স্বরূপ কহ পক্ষিরাজ বার্ত্তা নিশ্চয়।
কোন দেশে বৈসে রাবন কোথায় তার ঘর
তার দেশে যাইতে কত যোজন সাগর।
পক্ষিরাজ বলে আমি হই গৃধিনী জাতি
পৃথিবীর দক্ষিণ আমি করিলাম গতি।
সম্পাতি বলেন যত বানরগণ
আমার কর্ণে প্রকাশ করহ রামায়ন।
রামপ্রসঙ্গ শুনিলে আমার হয় পাখা
পাখা হইলে তবে আমার প্রান হয় রক্ষা।
হনুমান বলে শুন গরুড়নন্দন
মন দিয়া শুন তুমি রামের কথন।

ইহার পূর্ব্ব কথা কই তাহে দেহ মন
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ন।
সৃষ্টি করিল ব্রহ্মা অনেক কর্কশে
স্বর্গপথে যায় লোক তার উপায় কিসে।
ব্রহ্মপুত্র নারদ পাঠাইল পৃথিবীতে
আপন পুত্র ব্রহ্মা দিলেন মুনির সাথে।
দুই জনে পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া
অরন্য গহন বনে উত্তরিল গিয়া।
বালমীকি আছিল পূর্ব্বে ব্যাধ অবতার
দস্যুবৃত্তি করেন তিনি এই অনাচার।
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়
ফাঁসি দিয়া মারে তাহে মারে যখন পায়।
এই রূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনেবন
নারদের সনে হইল পথে দরশন।
নারদ মুনি ব্রহ্মপুত্র যায় দুই জনে
হেনকালে দেখা দস্যু ব্রাহ্মনের সনে।
দস্যু ব্রাহ্মন বলে আর যাবে কোথা
আমার হাতে পড়িলে কাটিব তোমার মাথা।

নারদ বলেন আমি তপস্বী ব্রাহ্মন
আমারদের মারিবে তুমি কিসের কারন।
দস্যু বলে নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি
দস্যুকর্ম্ম করিয়া ওদর পুর্ন করি।
মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র আছে যত জন
দস্যুবৃত্তি করিলে হয় ওদর পুরন।
এইমতে দস্যুকর্ম্ম করিয়া আমি খাই
তেকারনে ফাঁসি হাতে বনেতে বেড়াই।
কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় সন্যাসী ব্রহ্মচারী
যার দেখা পাই তারে সেই ক্ষনে মারি।
নারদ বলেন শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মন
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন জন।
পাপের ভাগ লয় যদি তোমার পিতা মাতা
তবে তুমি আমারে বধ করিহ সর্ব্বথা।
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে
তবে তুমি আসি বধ করিহ আমারে।
দস্যু বলে শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মন
আমি ঘরে গেলে তোমরা পলাবে দুই জন।

নারদ বলেন রাখ মোরে গাছেতে বান্ধিয়া
পাপের ভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া।
তবে দস্যু দুই জনে করিল বন্ধন
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন।
বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসি খাও
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও।
পিতা বলে যাহা দেও ঘরে বসি খাব
তুমি পাপ করিবে তার ভাগ কেন লব।
যেন তেন প্রকারে তুমি করিবে পালন
পাপের ভাগ লইতে না পারিব কদাচন।
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন।
দস্যু বলে শুন মাতা করি নিবেদন
মনুষ্য মারিয়া করি উদরভরন।
আমি আনে দিই তুমি ঘরে বসে খাও
আমার পাপের তুমি ভাগ নিতে চাও।

জননী বলিল শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মন
আমি পাপের ভাগী হৈব কিসের কারন।
পুত্র হৈলে মাতা পিতার করয়ে পালন
গয়ায় পিণ্ড দান করে শুদ্ধি তর্পন।
সুপুত্র হৈলে হয় কুলের দীপক
মায়ের সেবা না করিলে বিষম নরক।
যথা তথা আনি দিবে ঘরে বসে খাব
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব।
যতং পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে
পুত্রের পাপ মায়ে লয় কোন শাস্ত্রে বলে।
দশ মাশ দশ দিন ধরিলাম উদরে
পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরকভিতরে।
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন
স্ত্রীর কাছে কহে গিয়া সব বিবরন।
দস্যুকর্ম্ম করে আনি ঘরে বসে খাও
আমার পাপের তুমি ভাগ নিতে চাও।
স্বামীরে বলিছে রামা বিনয় বচন
আমি পাপের ভাগ লব কিসের কারন।

গৃহস্থের কর্ম্ম কার্য্য সকলি করিব
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব ।
নারির শুনিল যদি এতেক বচন
পুত্রের কাছে গিয়া কহে সকল বিবরন ।
শুনিয়া বলেন পুত্র পিতার চরনে
আমি পাপের ভাগ লব কিসের কারনে ।
আমি যখন ওপযুক্ত হইব সংসারে
মাতায় মোট বহিয়া আমি পালিব তোমারে ।
এখন আমার কর ভরন পোষন
আমি পুত্র মাতা পিতার করিব পালন ।
এইমতে জিজ্ঞাসা করিল বারেবার
পাপের ভাগ নিতে কেহ না করিল ভার ।
দস্যু বলে তবে আমি কোন কর্ম্ম করি
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোক জন মারি ।
মনে২ দস্যু বড় হইল নিরাস
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া গেল তপস্বির পাশ ।
অস্তেব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন
প্রনাম করিয়া বলে বিনয় বচন ।

ঘরে গিয়া গোসাঞি আমি সকলে কহিল
আমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
কি করিব কোথায় যাব কি হবে উপায়
মুনি বলেন তবে কেন বধিবে আমায়।
তোমার পাপের ভাগী যদি কেহ না হইল
যত পাপ করিলি তুই সকলি থাকিল।
চৌরাশি নরককুণ্ড আছে যমপুরে
রৌরব নামেতে কুণ্ড আছে তোমার তরে।
গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত বুকে
কহিতে লাগিল তবে মুনির সমুখে।
স্তব করি বলে তবে দস্যু ব্রাহ্মণ
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ।
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব
তোমার নফর হৈয়া সঙ্গেতে ফিরিব।
দয়াশীল হৈয়া তারে কহেন মহামুনি
স্নান করি আইস দেখি সরোবরের পানি।
ব্রহ্মপুত্র নারদ বলিল দুই জন
স্নান করি আইলে তোরে করিব উপাসন।

অস্তেব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবরের তীরে
পাপী দেখি শুকিল জল নাই সরোবরে।
স্নান করিতে জল যদি কিছু না পাইল
আরবার দস্যু দ্বিজ মুনির কাছে গেল।
যোড়হাত করিয়া বলে শুনহ গোসাঞি
স্নান করিতে গেলাম জল পাইলাম নাই।
সরোবরের জল যদি আমারে দেখিল
সকল সরোবরের জল অন্তর্দ্ধান হৈল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মুনি কহেন উপদেশ
কমণ্ডলে জল মুনির আছিল নিঃশেষ
সরোবরের জল সেই পাপীরে দেখিয়া
আছিল বিস্তর জল গেল পলাইয়া।
দয়া করি কমণ্ডলের জল দিল তায়
সেই জল দস্যু দিল আপন মাতায়।
ব্রহ্মপুত্র নারদের দয়া উপজিল
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র কর্ণেতে তার কহিল।

ব্রহ্মপুত্র আপনি করিল উপাসন
দিবা নিশি রামনাম করহ স্মরন।
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম
রামনাম বলিতে তার মুখে আইসে আম।
ভাবিতে লাগিল মুনি ইহার উপায়
তারক ব্রহ্ম রামনাম মুখে না বারায়।
সেই মহারন্যে ছিল দুই গাছ তাল
বনের ভিতরে গাছ আছে চিরকাল।
এক গাছ মরা তার বনের ভিতর
মুনি বলেন দেখে দেখি করিয়া নজর।
শুনিয়া বলিছে ব্যাধ যোড় করি করে
এক গাছ মরা তাল দেখিলাম নজরে।
এই কথা শুনিল নারদ তপোবনে
মরা২ মন্ত্র জপ কর রাত্রি দিনে।
প্রনাম করিয়া দস্যু মুনির চরনে
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল রাত্রি দিনে।
একান্ত করিয়া ভক্তি বসিল ধেয়ানে
রাত্রি দিন স্মরন করে গুরুর চরনে।

মুনি বলেন এই মন্ত্র করহ স্মরণ
এক বৎসরের পর আসিব দুই জন।
এতেক বলিয়া বিদায় হৈল দুই জনে
মরা মন্ত্র জপ করয়ে রাত্রি দিনে।
দিবা নিশি বনে বসি মরা মন্ত্র জপি
সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিল তার কইচাপের ঢিপি।
এক বৎসরান্তে নারদ মুনি আইল
এইখানে আছিল শিষ্য কোথাকারে গেল।
ধ্যান করি দেখিল নারদ তপোধন
ঢিপির ভিতর আছে দস্যু ব্রাহ্মণ।
দেবরাজে আদেশ করিল তপোধন
ইন্দ্র করিল বৃষ্টি ঝড় বরিষণ।
মাটি হৈতে বাহির হৈল দস্যু ব্রাহ্মণে
এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে২।
আশীর্ব্বাদ করিল নারদ তপোধন
মুনিরে প্রনাম করে দস্যু ব্রাহ্মণ।
দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি
যোড়হাত করিয়া বলে অনেক মিনতি।

নারদ কহিল তারে বাক্য অনুনয়
উল্টিয়া আরবার বলহ রামনাম।
কাতর হইয়া কহে জোড়হাত বুকে
রামনাম মহামন্ত্র বারি হৈল মুখে।
যত পাপ করিয়া ছিল ভারতভিতরে
রামনাম স্মরনে সব পাপ গেল দুরে।
রামনাম স্মরন করিল নিরন্তর
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব কাহিনী
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
উপদেশ কহিল নারদ তপোধন
প্রকাশ করিল সাত কাণ্ড রামায়ন।
রাম জন্মিতে ছিল ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন
লোক উদ্ধারিতে কৈল বেদ রামায়ন।

সাত কাণ্ড রামায়ন হনুমান কয়
সম্পাতি পক্ষির পাখা হইল ওদয়।
আদ্য কাণ্ডে রামের জন্ম হৈল শুভক্ষনে
পরম ওল্লাষ হৈল অযোধ্যা ভুবনে।
রাম লক্ষ্মন আর ভরত শত্রুঘ্ন
চারি পুত্র হৈল রাজার আনন্দিত মন।
বিশ্বামিত্র মহামুনি আইল অযোধ্যা নগরে
মিথিলায় গিয়া বিভা দিল শ্রীরামেরে।
সীতারে দিলেন বিভা জনক মহর্ষি
চারি ভাই বিভা করি অযোধ্যায় বসি।
রাম রাজা করিবেন দিবেন ছত্র দণ্ড
কৈকেয়ী মহাদেবী তায় পাড়িল পাষণ্ড।
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম গেলেন বন
সঙ্গেতে আইলেন বনে জানকী লক্ষ্মন।
আদ্য কাণ্ডে জন্ম হৈল সীতা কৈল বিভা
অযোধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরতে রাজ্য দিয়া।
অরন্য কাণ্ডে সীতা হারাইল মহাশয়
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটকসঞ্চয়।

সুন্দরা কাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক হৈবে পার
লঙ্কা কাণ্ডে রাবন রাজা সবংশে সংহার।
সাত কাণ্ডের যত কীর্ত্তি উত্তর কাণ্ডে পড়ে
উত্তর কাণ্ড গাইলে তবে রামায়ন নিবড়ে।
সাত কাণ্ডের যত কথা কহিল হনুমান
সম্পাতি পক্ষির পাখা হইল পুমান।
সম্পাতি বলেন শুন যত বানরগন
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবন।
দক্ষিন মুখে যখন আমি মাতা তুলিয়া দেখি
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী।
নানা বর্নে রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা
শতেক যোজনের পথ সাগর পরিক্ষা।
এক লাফে পার হও সকল বানর
সীতা দেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর।
মহাবল বির তোমরা না করিহ চিন্তা
সাগর পার হৈয়া তোমরা দেখ গিয়া সীতা।
সম্পাতির বচনে বানর দক্ষিন মুখে চাই
দশ যোজন বই আর দেখিতে না পাই।

এক দৃষ্টে বানরকটক চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে
দেখিতে না পায় বানর সম্পাতি পক্ষী হাসে।
জাম্বুবান উঠিয়া বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি
আমার বচন শুন পক্ষী সম্পাতি।
শতেক যোজনের পথ সাগর পাথার
বানর হৈয়া কেমনে সাগর হৈবে পার।
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়স
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ।
সম্পাতি বলে বানরগন শুন সাবধানে
অপূর্ব্ব এক কথা পড়িয়া গেল মনে।
সুপারশ্ব পুত্র মোর হিমালয়ে বৈসে
নিত্য আসিয়া থাকে আমার উদ্দেশে।
হিমালয় পর্ব্বতে আমার পরিবার
তথা থাকিয়া পুত্র মোর যোগায় আহার।
নিত্য আহার মোর আনেত বিহানে
আর দিন আনে পুত্র বেলা অবসানে।
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর
কোপে সুপারশ্বে আমি ভৎসিলাম বিস্তর।

ধার্ম্মিক পুত্র মোর ধর্ম্মে বড় বশ
সকল কথা মোর তরে কহিল সুপারশ্ব।
আহার লইয়া বাপা আসিতে বিহান বেলে
কাহার স্ত্রী রাবণ রাজা লৈয়া যায় বলে।
কাল বর্ন রাবন রাজা গৌর বর্নে নারী
মেঘের ওপর যেন বিদ্যুত সঞ্চারী।
রাম লক্ষ্মন বলিয়া কন্যা কান্দিছে বিস্তর
দুই পায়ে আগুলিলাম দুই প্রহর।
রথের সনে রাবনেরে থুইতাম ওদরে
রাবন পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে।
এত যদি সুপারশ্ব মোরে কহে কথা
তখনি জানিলাম আমি সেই রামের সীতা।
এখনি আসিবে পুত্র বলে মহাবল
পৃষ্ঠে করি পার করিবে সকল বানর।
তিন ভাগ সাগরের জল দুই পায়ে মোতে
এক ভাগ সাগরমাত্র থাকে ডিঙ্গাবারে।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র দেখি
বানর পার করিবে কোন কার্য্যে লিখি।

ক্ষনেক থাক সুপারশ্ব আসিবে এখন
হেনকালে সুপারশ্ব আইল ততক্ষন।
দুই ঠোট মিলিয়া যায় বানর গিলিবারে
ডরে বানর থাকে গিয়া সম্পাতির আড়ে।
সম্পাতি বলে বানর মোর করিয়াছে উপকার
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার।
সুপারশ্ব বলে লঙ্ঘিতে নারি পিতার বচন
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব বানরগন।
অঙ্গদ বলে পক্ষিরাজ আমার কথা শুনি
এক বানর সাগর তরিয়া সীতার বার্ত্তা জানি।
দেবতার পুত্র মোরা দেব অবতার
কিকারনে পক্ষী এত তোমারে দিব ভার।
সম্পাতি বলেন আমি রামের কার্য্য করি
রামায়ন শুনিয়া হৈল পাক্ষা দুই সারি।
নূতুন পাক্ষা হইল দেখিতে সুন্দর
রামজয় বলিয়া ডাকে সকল বানর।

দেখিয়া বানরগনে লাগে চমৎকার
রামজয় স্মরনে আমরা সাগির হব পার।
বানর সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে
দুই পাক্ষা সারিয়া গেল আপনার দেশে।
বাপে পোয়ে পক্ষিরাজ গেলত উত্তর
কটক লৈয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিন সাগির।
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

পঞ্চম কাণ্ড।

রামায়ন।—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।—

অথ সুন্দরা কাণ্ড মভিলিখ্যতে।—

বাপে পোয়ে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর
কটক লইয়া অঙ্গদ গেল দক্ষিন সাগর।
তুর্জ্জ্য গর্জ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ
সাগরের ঢেও দেখিয়া গনিল প্রমাদ।
দিগ্বিদিগ না চিনিল গগনমণ্ডল
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল।
জলজন্তু কলরব করে সাগরের পানি
ত্রিভুবনের ছায়া যেন দৈবের দামিনী।

জলজন্তু সব দেখি পর্ব্বতপ্রমাণ
সাগরের কুল চাপিয়া বানরের দেয়ান।
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস
মহাবীর অঙ্গদ তারে করিছে আশ্বাস।
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদেতে মরি
বিসাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি।
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে
সাগর তরিব কালি অতি বিহান বেলে।
সাগরের কূল চাপিয়া রহিল বানর
রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর।
সাগরের কূলে বানর বঞ্চে সুখে রাতি
প্রভাতে একত্র হইল সকল সেনাপতি।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে।
দৈবদোষে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন
কোন বীর ঘুচাইবে বানরের বন্ধন।
ব্রহ্মার হাতের অমৃত চলে কোন জনে
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন জনে আনে।

অগ্নি হইতে সূর্য্যের রশ্মি কোন জনে হরে
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে।
এত কর্ম্ম করিতে পারে যাহার শকতি
আপন বিক্রম দেখাইয়া রাখুক খেয়াতি।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইলে সভে হই সুখী
তাহার প্রসাদে গিয়া স্ত্রী পুত্র দেখি।
এত যদি বলিলেক কুমার অঙ্গদ
ভয় পাইয়া বানর সব হইল নিঃশব্দ।
সৈন্য সামন্ত যত সঙ্গেতে প্রচুর
নিতি নিতি জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর।
রাজা হইয়া বারেবারে জিজ্ঞাসে অঙ্গদ
ওত্তর না দেও কেন হইলে নিঃশব্দ।
অঙ্গদের বোলে বানর সাগর নেহালি
আকাশে পাতালে ওঠে সাগরকলকলি।
সাগরের ঢেও যেন পর্ব্বতপ্রমান
দেখিয়া বানর সভার ওড়িল পরান।
অঙ্গদ বলে বানরকটক না কর বিসাদ
কোন বীর লইবে আইস রাজপ্রসাদ।

কোন বীর সুগ্রীবেরে সত্য করিবে পার
কোন বীর করিবে শ্রীরামের উপকার।
কোন বীর করিবে জ্ঞাতিরে অব্যাহতি
সীতার বার্ত্তা দিয়া আজি রাখহ খেয়াতি।
অঙ্গদের বচন বানর লঙ্ঘিতে না পারে
আপন বিক্রম বানর সব কহে ধিরেধিরে।
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন
তেঁহ বলে ডিঙ্গাইব দশ যোজন।
গবাক্ষ নামে বানর বলে তাহার সহোদর
আমি পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে সাগর।
সরভ নামেতে বলে প্রধান সেনাপতি
চলিশ যোজন লঙ্ঘিবারে আমার শকতি।
তাহার সহোদর বলে গন্ধমাদন
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন।
মহেন্দ্র নামে বানর বলে সুষেনকোঙর
আমি লঙ্ঘিবারে পারি ষাঠি যোজন সাগর।
তাহার ভাই দেবেন্দ্র বলে বীর অবতার
সত্তরি যোজন লঙ্ঘিব সাগর পাথার।

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলিছে মহাশয়
আশী যোজন লঙ্ঘিব সাগর বরুণ আলয়।
অগ্নির পুত্র অগ্নি বলে বীর অবতার
নই যোজন লঙ্ঘিব আমি সাগর পাথার।
তারক নামে বীর বলে রাজার ভাণ্ডারি
বিরানই যোজান সাগর লঙ্ঘিবারে পারি।
ব্রহ্মার পুত্র ভালুক বলে ব্রহ্মজ্ঞান
হাসিয়া ওত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান।
যৌবন কালের বল না টুটে বার্দ্ধক্যে
যৌবন কালের কথা কহি শুন বীরভাগে।
বলিরে ছলিতে গোসাঞি হইলেন বামন
তিন পায় যুড়িলেন প্রভু এ তিন ভুবন।
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীন
তারা সব গোসাঞের পায় হইল প্রদক্ষিন।
জটায়ু পক্ষির সঙ্গে ওড়িলাম অপার
গোসাঞের চরনে প্রদক্ষিন হইলাম তিনবার।
বুড়া হইলাম বল টুটিল সাগর লঙ্ঘিতে নারি
পচাঁনই যোজন সাগর তবু লঙ্ঘিবারে পারি।

শত যোজন লঙ্ঘিলে সিদ্ধ হয় রামের কায
পাঁচ যোজন নাগিয়া পাই এত বড় লাজ।
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্বুবান
অভিমানে বানর কোপে বীর হনুমান।
অভিমানে বাক্য নাহি অঙ্গদ কোপে জ্বলে
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে।
এক লাফ দিয়া আমি পড়িব গিয়া লঙ্কা
আসিবারে পারি নারি তারে করি শঙ্কা।
রাজভোগে বাড়াইল বাপ নাহি দিল শ্রম
তেকারনে নাহি জানি আপন বিক্রম।
সাগর তরিতে পারি আসিতে শঙ্কা করি
বৃদ্ধগমনে গেলে সুগ্রীবের ঠাঁই মরি।
সাগর তরিতে মোর নাহি সেনাপতি
আপন বিক্রম দেখাইয়া রাখহ খ্যাতি।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে
রাজা হইয়া বল তুমি আমারে না বাসে।
বালি রাজার বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানি
তার হইতে অধিক তব বিক্রম বাখানি।

একবারের কার্য্য থাকুক শতেকবার
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার।
রাজা হইয়া তুমি কেন করিবে এত শ্রম
তুমি গেলে কটকের নাহিক নিয়ম।
তুমি কটকের মুল আমি সব ডাল
মুল থাকিলে ডাল ফল পায় সর্ব্ব কাল।
ঝড়ে বৃক্ষ ওপাড়ে পল্লব নাহি রহে
মুল থাকিলে পল্লব পুনরায় হয়ে।
কোন বীরের ডরে নাহি বাড়ায় তব বাপ
কোন বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ।
যত বানর দেখ তোমার দ্বারের সেবক
কত নফর আছে তোমার কার্য্যের সাধিক।
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ
সেবক হইতে তোমার সিদ্ধ হবেক কায।
অঙ্গদ বলে ফিরে২ লাগিল বিচার
এক বীর নাহি বলে সাগর হইব পার।
সাগর তরিতে পারি আসিতে শঙ্কা করি
বৃদ্ধগমনে গেলে সুগ্রীবের ঠাঁই মরি।

সংশয় জীবন আমার নিশ্চয় মরন
সাগর লঙ্ঘিব তোমরা দেখ বানরগন।
সকল বানর উঠিয়া করে যোড়হাত
তুমি কেন লঙ্ঘিবে সাগর বানরের নাথ।
রাজার বেটা রাজা তুমি ইন্দ্রের বড় নাতি
আপনি মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বালি রাজার শোক পাসুরেছি তোমাদরশনে
এক তিল রহিতে নারি তোমার বিহনে।
জাম্বুবান বলে ছাড় অঙ্গদ বচন
যে সাগর লঙ্ঘিবে তাহা করহ শ্রবন।
অভিমানে বাক্য নাহি বীর হনুমান
কটকের ভিতর আছে নেউল প্রমান।
কটকে আছে হনুমান কেহ নাহি দেখি
তাহার উপর পড়িল জাম্বুবানের আঁখি।
কাহার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান
আমার বচনে বাঞ্ছা কর অবধান।
হনুমানে জাম্বুবানে দুই জনে সম্ভাষ
সুন্দরা কাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

জাম্বুবান বলে বাছা তুমি মহাবলী
রাজকার্য্য কর বাছা কেন পাত চোলী।
অঙ্গদ বলে ভাল বলিলে মন্ত্রী জাম্বুবান
কোন গুন নাহি ধীরে বীর হনুমান।
জাম্বুবানের বচনে আর অঙ্গদের বোলে
কেহ হাতে ধীরে তার কেহ করে কোলে।
জাম্বুবান বলে বীর কয় অবধান
মন দিয়া শুন ইহার জন্মের বিধান।
কুঞ্জর কন্যা নামে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী
বিশ্বামিত্রের শাপে কন্যা হইল বানরী।
কুঞ্জর নামে বানরির হইল কোঙরী
সেই কন্যা বিবাহ করিল বানর কেশরী।
মলয় পর্ব্বতের ওপর কেশরীর ঘর
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর।
চৈত্রমাস প্রবেশে যখন বসন্তসময়
হেনকালে পবন গেল পর্ব্বত মলয়।

মলয় বসন্ত বায় বহিছে পবন
কামেতে হরিয়া লইল অঞ্জনার মন।
অঞ্জনার রূপে তার পুড়িতেছে হৃদয়
লঙ্ঘিতে না পারে ডরে কেশরী দুর্জ্জয়।
মলয় বসন্ত বায় অঞ্জনা ব্যাকুল
ঋতুস্নান করিতে গেল নর্ম্মদার কূল।
সন্ধান পাইয়া গেল দেবতা পবন
বলে ধরি অঞ্জনারে করিল রমণ।
অঞ্জনা বলেন পবন করিলে জাতিনাশ
দেবতা হইয়া তোমার বানরী বিলাষ।
দেবতা হইয়া তুমি করিলে কোন কর্ম্ম
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রতা ধর্ম্ম।
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা
তোর রূপ দেখে পুরুষ পাসরে আপনা।
সব কোপ সম্বরিয়া অঞ্জনা যাহ ঘরে
দুর্জ্জয় মহাবীর হবে তোমার ওদরে।
আমার বীর্য্যেতে যেই হইবেক কুমার
আমার অধিক গতি হইবেক তার।

এতেক বলিয়া পবন গেল নিজ স্থানে
আঠার মাসে প্রসব হইল বীর হনুমানে।
অমাবস্যার দিনে হইল হনুমানের জনম
জন্মমাত্রে সেই দিনের শুনহ বিক্রম।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উদয় প্রত্যুষ বিহান।
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে কৌতুকে
মায়ের কোলে হইতে লাফ দিল অন্তরীক্ষে।
পর্ব্বত এড়িয়া সূর্য্য লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন।
লক্ষ যোজন বীর উঠিল আকাশে
সূর্য্যেরে ধরিতে বীর গেল সূর্য্যের পাশে।
অমাবস্যা সূর্য্যগ্রহন হয় যেই দিনে
রাহু ধাইয়া আইসে সূর্য্য গিলিবার মনে।
হনুমানে দেখি রাহু পলায় তরাসে
পলাইয়া গেল রাহু ইন্দ্র দেবের পাশে।
এককালে ইন্দ্র মোর ঘুচাইল বিষয়
সূর্য্যেরে গিলিতে রাহু আইল দুর্জ্জয়।

আর রাখর কথা শুনি ইন্দ্রের বিরস
সূর্য্য গিলিতে এত বড় কাহার সাহস।
ঐরাবতে চড়িয়া আইল দেবপুরন্দর
তোমারে দেখিল গিয়া সূর্য্যের গোচর
তোমার মুর্ত্তি দেখিয়া হইল ইন্দ্রের তরাস
সূর্য্যেরে এড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস।
সিন্দুরে শোভিত করে ঐরাবতের মুখ
তাহা দেখি হনুমানের বাড়িল কৌতুক।
সূর্য্যেরে এড়িয়া যায় ঐরাবত ধরিতে
ত্রাস পাইয়া ইন্দ্ররাজ বজ্র নিল হাতে।
ক্রোধি হইলে লোক আপনা পাসরে
বিনি অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারিল শিরে।
অচেতন হনুমান হইল বজ্রঘাতে
হনুমান পড়ে সেই মলয়া পর্ব্বতে।
লক্ষ যোজন হইতে পড়ে মলয় শেখরে
হনুমান নাম তেঞী বাপ মায় ধরে।
যৌবন কালেতে আমি ছিলাম প্রবীন
গোসাঞের চরনে তিনবার হইলাম প্রদক্ষিন।

বুড়াকালে বল টুটিল নিকট মরন
আপনারে নারি পারি কি করি পালন।
যাহার বিক্রমে লোক করেত ভরষা
সেই সফল জিয়ে তার বিক্রম প্রশংশা।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আইস হনুমান।
চিন্তিত বানর সব কর পরিত্রান
নানা পর্ব্বতের বানর থাকে নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে।
তোমাহেন বীর থাকিতে পাই এত চিন্তা
রঘুনাথে তুষ্ট কর উদ্ধারিয়া সীতা।
হনু বলে কহিলে মোর জন্মের বিচার
মন দিয়া শুন আমি কহি আরবার।
প্রভাষ নামে তীর্থ আছে খ্যাতি মহীতলে
মুনি সব স্নান করে সেই নদির জলে।
শ্বেবল নামে দুষ্ট হস্তী দীর্ঘল দশন
দন্তাঘাতে চিরি মারিল অনেক মুনিগন।

ভরদ্বাজ মহা ঋষি তপের প্রধান
দন্ত মারি যায় হস্তী মুনির নিতে প্রাণ।
ত্রাস পাইয়া পলায় মুনি আওদড় চুলি
মুনি রাখিতে গেল আমার বাপ মহাবলী।
আমার বাপের মুর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর
এক লাফে পড়িল গিয়া হস্তীর ওপর।
দুই চক্ষু ওপাড়ে তার নখের আচড়ে
দুই হাতে টানিয়া দুই দন্ত ওপাড়ে।
দন্ত ওপাড়িয়া তার পেটে দিল দন্ত
দন্তাঘাতে হস্তীর সব লুকাইল অন্ত।
হাতি মারি গেল বাপা মুনির সমাজ
মুনি বলে হাতি মারিল এই বানররাজ।
নিত্য আমি এই হস্তী মুনি সব মারি
হেন হস্তী মারিলেক বানর কেশরী।
আপন ইচ্ছায় কর স্নান তর্পন
একা বানর নির্ভয় করিল মুনিগন
তার বাক্যে তুষ্ঠ হইল মুনির সমাজ
যেই ইচ্ছা বর মাগ শুন বানররাজ।

কেশরী বলে বর যদি দিবেক নিশ্চয়
তোমার বরে হওক আমার উত্তম তনয়।
মুনি সব বলে তুমি চাহিলে যে বর
ত্রৈলোক্য বিজয়ী হবে তোমার কোঙর।
বর পাইয়া মুনিরাজে কৈল নমস্কার
মলয় পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার।
অঞ্জনা নামে মা আমার হইল বানর কুলে
ঋতুস্নান করিতে গেল নর্ম্মদার কূলে।
সন্ধান পাইয়া তোথা দেবতা পবন
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইল দিল আলিঙ্গন।
এইসে কারনে হইলাম পবননন্দন
সভার ভিতরে লাঙ্গুর দিস কিকারন।
তুমিত কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্বুবান।
সভাকার বার্ত্তা কিছু জানে হনুমান।
যত যত আস্যিয়াছে সুগ্রীব সেনাপতি
কেবা না জানহ কহ কাহার মাতা সতী।
রামের কার্য্যের তরে না করি বিসম্বাদ
বিসম্বাদ করিলে রামের কার্য্য হয় বাদ।

বানরকটকে আজি দিলাম অভয় দান
অঙ্গদ বীরের আজি ঘুচাইব মান।
শতেক যোজন সাগর যেন দেখি খালিজুলি
শতবার পার হইব আমি মহাবলী।
অন্তরীক্ষে পড়িব গিয়া কনক লঙ্কাপুরী
রাবণ মারি উদ্ধারিব সীতাও সুন্দরী।
তোমা সভায় না থুই আমি জুঝিবার আসে
সীতা দেবী আনে দিব শ্রীরামের পাশে।
পরমহরিষে থাক না করিহ চিন্তা
রাবণ মারি পৃষ্ঠে করি আনি দিব সীতা।
অঙ্গদ বলে যত বল কিছু নহে আন
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর
হনুমানের গলে দিল সকল বানর।
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি
সাগর তরিরে হনুমান মহামতি।
পৃথিবী সহিতে নারে হনুমানের ভর
সমুদ্র তরিতে ওঠে পর্ব্বত শেখর।

পর্ব্বত বাহে বানর সব হইয়া একচাপ
সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পর্ব্বতিয়া সাপ।
চল্লিশ যোজন হইল বীর চক্ষুর নিমিষে
হনুমানের শরীর গিয়া ঠেকিল আকাশে।
অষ্টলোকপাল বন্দে ওমা মহেশ্বর
কুবের বরুন বন্দে দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দে বীর জগতের কর্ত্তা
অঞ্জনা কেশরী বন্দে পবন বন্দে পিতা।
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা বন্দে এক ভাবে
ওদ্দিশে প্রনাম করে রাজাও সুগ্রীবে।
নমস্কার আলিঙ্গন দিল জনেজনে
দক্ষিন মুখে বৈসে সাগর তরিবার মনে।
বানরকটকে করে রামজয় কার
অবিঘ্নে বানর তুমি সাগর হবে পার।
ওভলেজ করিয়া সারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে ওঠিল হনুমান।
দুড়দুড় শব্দে যায় পবনে করিয়া ভর
লেজের সাটে ওপাড়ে কত গাছ পাথর।

এক দৃষ্টে বানরকটক সাগর নেহালে
দেখিতে না পায় বানর কত দূর গেলে।
তিনভাগ সাগর গেছে আছে এক ভাগ
সুরসা সাপিনী তার পথে পাইল লাগ।
দেবতার পুরে বৈসে সুরসা সাপিনী
নাগ লোকের তিনি হয়ন গোসায়িনী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত পাতাল বাসী
সুরসা সাপিনীর ডরে সবেত্ত বিকষী।
বিকট মূর্ত্তি ধরে সুরসা দেবগনের বোলে
হনুমানে রাখ গিয়া গগন মণ্ডলে।
নাগিনী বলে বিকট মোর দেখহ বদন
মোর ঠাঁই পড়িলে এখন পবননন্দন।
আয়া পাইলে গিলিব যাইবে কোন দেশে
নতুবা আসিয়া মুখে করহ প্রবেশে।
বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া হনুমানের লাগে ডর
যোড়হাত করিয়া বলে পবন কোঙর।
রঘুনাথের কার্য্যে যাই সীতার উদ্দিশে
তুমি করিবে হেনযুক্তি নাই আইসে।

কৃপা যদি না করিবে পড়িব শঙ্কটে
আসিবার কালে খাইও দর্শন নিকটে।
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আসি লঙ্কার ভিতর
পাছে মোর যে কর হ তারে নাহি ডর।
নাগিনী কহে মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান
বজ্রদন্তে চিরিয়া করিব খানখান।
হনু বলে কোন মুখে করিবে ভক্ষন
মুখ মেল দেখি তোর মুখের পত্তন।
এত বলি হনুমান চারি দিগে চায়
দশ যোজন মুখখান দেখিবারে পায়।
কুড়ি যোজন হইল বীর এড়াবার তরে
ত্রিশ যোজন মুখ করিয়া আইসে গিলিবারে
চল্লিশ যোজন হইল বীর পাইয়া তরাস
নাগিনী মুখখান কৈল যোজন পঞ্চাশ।
ষাঠি যোজন হইল বীর পর্ব্বতপ্রমান
সত্তুর যোজন নাগিনী করিল মুখখান।
ত্রাস পাইয়া হইল বীর যোজনেক আশী
নই যোজন মুখ করিয়া রহিল রাক্ষসী।

শতেক যোজন হইল বীর ওভে পরিমান
সওয়া শত যোজন হইল নাগিনির মুখখান।
এড়াইতে নারি বীর চিন্তে ওপদেশ
শরীর টুটাইয়া করে অতি বড় শেষ।
নেওল পুমান হইয়া পুবেশিল মুখে
কর্নর বাটে বাহির হইয়া চলে অন্তরীক্ষে।
হাসিয়া বলে তোর মুখে এড়াইলাম আমি
তোমার আজ্ঞা পালিলাম বিদায় দেও তুমি।
রাক্ষসমুর্ত্তি এড়িয়া সুন্দর মুর্ত্তি ধরে
নিজ রূপ ধরি বলে হনুমানের তরে।
সুরসা নাগিনী আমি বৈসি সুরপুরে
তোমা পরিক্ষিতে আমি আইলাম এত দুরে।
নাগিনী সম্ভাষিয়া বীর তিলেক নাহি রহে
শ্রীরাম স্মরিয়া বীর বেগে পুনঃ ধায়ে।
পবনগমন বীর চলে দুরন্ত
জলের ভিতর থাকিয়া চিন্তিল সাগর।
সুর্য্যবংশে সাগর খুলিয়া করিল পাথার
সুর্য্যবংশের কার্য্যে বানর সাগর হয় পার।

রহিবারে স্থান নাহি করিল সাহস
হনুমানে স্থান দিলে থাকে নাম যশ ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাগর যুক্তি করিল সার
মৈনাক পর্ব্বত বলি পাড়িল হাঁকার ।
সাগর বলে শুন হিমালয়ের নন্দন
ইন্দ্রের ভয়েতে মোর পশিলে শরন ।
এত কাল করিলাম তোমার আশ্বাস
তোমার শেখরে জিরাইবে পবননন্দন ।
রঘুনাথের কার্য্যে যায় সীতার সম্ভাষন
ইহার সাহয্য চিন্ত হিমালয়নন্দন ।
এত বচন পর্ব্বতেরে বুঝায় সাগর
জলে হইতে ওঠে পর্ব্বত সহস্র শেখর ।
সোনার পর্ব্বত গোটা সোনার বীরে পাক্কা
যার শরীরে পাপ থাকে তারে না দেয় দেখা ।
আচম্বিতে পর্ব্বত ওঠে হনুমান চিন্তে
নাহি জানি কেমন হইয়াছে আচম্বিতে ।

অন্তরীক্ষে রহে পর্ব্বত জলের উপরে
মনুষ্য রূপ ধরিয়া বলে হনুমানের তরে।
পবনগমনে যাহ বানর মহাশয়
অবগতি কর আমি দিব পরিচয়।
হিমালয়নন্দন আমি সাগর জলে বসি
তোমা রাখিবারে আমায় সাগরের ওষি।
সাগর পাঠাইয়া দিল তোমা রাখিবারে
বিশ্রাম করহ তুমি আমার শেখরে।
নানা ফল ফুল খাও মধুর সুস্বাদ
বিশ্রাম করহ তুমি দূরুক অবসাদ।
মিথ্যা কথা বলি মনে না করিহ শঙ্কা
অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছ অর্দ্ধেক আছে লঙ্কা
হনু বলে পর্ব্বত থাক পৃথিবীমণ্ডলে
তুমিহেন পর্ব্বত কেন সাগরের জলে।
মৈনাক বলেন সভার পূর্ব্বে ছিল পাঙ্খা
যেই রাজ্যে পড়িল তাহার নাহি রক্ষা।
সৃষ্টি নাশ হইয়া আইসে পর্ব্বতের ডরে
বজ্র হাতে পাঙ্খা কাটে দেব পুরন্দরে।

পাক্ষা কাটি পর্ব্বত সব করিল অচল
আমার পাক্ষা কাটিতে আইল ইন্দ্র মহাবল।
প্রাণভয়ে পলাইনু পাইয়া ইন্দ্রের ডর
কোন স্থানে থাকি স্থান নাহিক আমার।
হেনবেলা তোমার বাপ বহে দারুন ঝড়ে
ঝড়ে উপাড়িয়া মোরে সাগরজলে পাড়ে।
সাগরে পশিলাম আমি ইন্দ্র বাপড়ে
পাক্ষা কাটা না গেল আমি উড়িলাম ঝড়ে।
হনু বলে তোমার চরনে আমার মিনতী
তোমার আজ্ঞা না লঙ্ঘিব ছোয়াব অঙ্গুলি।
প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি জাতির মণ্ডলে
অবিলম্বে পার হইব সাগরের জলে।
কোন চিন্তা নাহি রামের চরনপ্রসাদে
সহস্র যোজন লঙ্ঘিব কোন অবসাদে।
পর্ব্বতবলে তোমার বাক্যে আমার চমৎকার
অবিলম্বে বানর তুমি সাগর হও না পার।
দেখা দিলেন পর্ব্বত ইন্দ্রের ছাড়িয়া ডর
স্বর্গে থাকি ডাক দিয়া বলেন পুরন্দর॥

আমার ডাড়িয়া ভয় হনুমানে দিলে দেখা
অভয় দান দিলাম তোমায় না কাটিব পাক্ষা
ইন্দ্র হইতে মৈনাক পাইল অভয় বর
সহস্র শেখর গেল সমুদ্র ভিতর।
পর্ব্বত সম্ভাষিয়া বীর তিলেক নাহি রহে
লঙ্কারে সাজিয়া যায় ঝড় যেন বহে।
তিন ভাগ সাগর গেছে এক ভাগ আছে
হেনকালে গেল বীর সিংহিকার কাছে।
সিংহিকা রাক্ষসী বৈসে সাগরের জলে
হনুমানে রাখিলেন গগনমণ্ডলে।
ঝনঝনা পড়ে যেন রাক্ষসী তর্জ্জন
আগে হইতে নারে বীর চিন্তে মনেমন।
সুগ্রীব রাজা বলিয়াছে আসিবার কালে
সিংহিকা রাক্ষসী আছে সাগরের জলে।
কোন যুক্তে রাক্ষসির করিব সংহার
হনুমান শরীর করিল পর্ব্বত আকার।
হনুমানে দেখে তখন কুপিল রাক্ষসী
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দেখিয়া ভয় বাসি।

ছয় শত যোজন হইল আড়ে পরিসর
বার শত যোজন শরীর ওভেতে দীর্ঘল।
তিন শত যোজন করিল ওষ্ঠ অধর
নাভিপথ হইতে দেখে অতুল ওদর।
অর্দ্ধেক শরীর জলে অর্দ্ধেক আকাশে
দেখি বীর হনুমানের লাগিল তরাসে।
ছোট মূর্ত্তি হইয়া তার পুবেশে ওদরে
পেট চিরি অন্তরীক্ষে ওঠিল সত্বরে।
বিপরিত ডাক ছাড়ি ত্যজিল পরাণ
হনুমানে দেবগণ করিছে বাখান।
দেবগণ না আসিত রাক্ষসীর ডরে
হেন রাক্ষসী মারিল হনুমান বানরে।
প্রাণ ছাড়ি রাক্ষসী জলের ওপর ভাসে
সাগর তরিল বীর বেলা অবশেষে।
চারি দণ্ড বেহান বেলা সাগর পার হইল
পার হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

ত্রিকুট পর্ব্বতের উপর কনকলঙ্কা পুরী
অমরাবতী স্বর্গে যেন ইন্দ্রের নগরী।
এইমত গেল বীর লঙ্কার ভিতর
আমারে দেখিতে রাক্ষস আসিবে বিস্তর।
পার হইয়া চিন্তে বীর বল নাহি টুটে
আর সহস্র যোজন এড়াইতে নাহি আঁটে।
গড়ের ভিতর প্রবেশিল পবননন্দন
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত দেখে অদ্ভুত রচন।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখিল প্রচণ্ডা
বাম হাতে খর্পর কাতি দক্ষিন হাতে খাণ্ডা।
দুই চক্ষু দেখি যেন দুই দিবাকর
রুদ্ধ অগ্নি হেন তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
লোল জিহ্বা বিকট দশন পৃষ্ঠে জটাভার
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে সুসার।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলায় মুণ্ডমালা
মানিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা।
দেখিয়া চিন্তিত হইল বীর হনুমান
যোড়হাতে বলেন দেবির বিদ্যমান।